৫ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ১৪ মার্চ ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

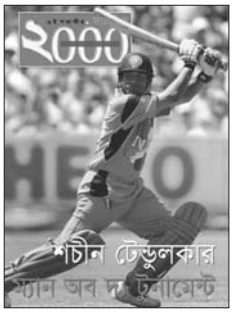

ক্রিকেট কিংবদন্তি হয়ে উঠছেন শচীন টেন্ডুলকার। প্রতিটি খেলায় নিজেই ছাড়িয়ে যাচ্ছেন নিজেকে। ক্রিকেটের এই মহীরুহ শচীন টেন্ডুলকার আজ ক্রিকেটবোদ্ধাদের কাছে বিস্ময়। তাকে তুলনা করা হয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার ব্রাডম্যানের সঙ্গে। মৃত্যুর আগে সেই স্যার ব্রাডম্যান শচীনের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। শচীন যে এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা, অদ্বিতীয় বিশ্বকাপের প্রতিটি খেলায় তিনি তার স্বাক্ষর রেখেছেন। মূলত তার ওপর ভর করে চূড়ান্ত পর্বে সৌরভ গাঙ্গুলির ভারত উঠে এসেছে বিশ্বকাপের চূড়ান্তে পর্বে। হিসাবের খাতা থেকে স্পষ্ট শচীন টেন্ডুলকার হচ্ছেন ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট।

'ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট'-এর দৌড়ে শচীনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছেন সৌরভ গাঙ্গুলি, চামিন্ডা ভাস, সনৎ জয়সুরিয়া, স্টিফেন ফ্লেমিং, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, গ্লেন ম্যাকগ্রা, এন্ডি ব্লিগনট, নাথান অ্যাস্টল, রিকি পন্টিং প্রমুখ। কিন্তু সৌরভ ও ভাস ছাড়া অন্য কারো তেমন কোনো বাস্তবসম্মত সুযোগ নেই। চামিন্ডা ভাস প্রথম পর্বের দু'টি খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রায় একাই ধসিয়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষের লাইনআপ। সৌরভ গাঙ্গুলি কেনিয়ার বিরুদ্ধে দলকে জিতিয়েছেন। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন সে খেলায়। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের দ্বিতীয় সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। সে হিসেবে শচীনকে ছোঁয়ার সুযোগ এখনো আছে। তবে প্রথম পর্বের তিনটি খেলায় 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হয়ে শচীন এখন প্রায় সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ছোটবেলা থেকেই শচীন ঝুঁকে পড়েন ক্রিকেটের প্রতি। তার লক্ষ্য একটাই- ভারতের জার্সি গায়ে বিশ্বের সেরা বোলারদের সঙ্গে লড়াই করা। এ জন্য তিনি শুরু করেন কঠোর পরিশ্রম। স্কুল ক্রিকেটেই বন্ধু বিনোদ কাম্বলীর সঙ্গে মিলে করেন যেকোনো জুটিতে সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড। ভারতের সবগুলো ঘরোয়া ট্রফির অভিষেক ম্যাচে করেন সেঞ্চুরি। তখনই ভারতীয় মিডিয়ায় গুঞ্জন উঠেছিলো, ক্রিকেট বিশ্বকে শাসন করতে আসছেন এক কিশোর। তবে বিশেষজ্ঞরা তাতে খুব একটা আমল দেননি। এ রকম হিরো ভারতীয় মিডিয়া কিছুদিন পর পরই এক একজনকে বানায়। আবার সময়ের স্রোতে তারা হারিয়েও যান।

১৯৮৯-৯০ মৌসুমে করাচিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শচীনের টেস্ট ডেব্যু হয়। অভিষেক টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেই করেন ঝকঝকে অর্ধশতক। বুঝিয়ে দেন তার 'ক্লাস'। একই বছর গুজরানওয়ালায় একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ওয়ানডে অভিষেক হয় তার।

এরপর আর তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। রান করা শুরু করলেন মেশিনের মতো। ম্যাচের পর ম্যাচ, টুর্নামেন্টের পর টুর্নামেন্ট। ওয়ানডেতে ব্যাটিং করতেন ৪ বা ৫ নম্বরে। তৎকালীন অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন তাকে তুলে আনলেন ওপেনিং পজিশনে। এখানেই সবচেয়ে ভালোভাবে নিজেকে খুঁজে পেলেন শচীন। প্রথম ১৫ ওভারের ফিল্ডিং রেস্ট্রিকশনের সুবিধা নিতে লাগলেন পুরোপুরি। ওয়ানডেতে প্রথম সেঞ্চুরির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো ৭৭তম ম্যাচ পর্যন্ত। কিন্তু অধরা সেঞ্চুরি একবার পাবার পর তাকে পরিণত করলেন অভ্যাসে। ওয়ানডেতে এখন তার সেঞ্চুরির সংখ্যা ৩৪।

শচীন খেলবেন আরো কয়েক বছর। এমন পারফর্মেন্স বজায় থাকলে তিনি আরো নতুন রেকর্ড গড়বেন। ভেঙে ফেলবেন নিজেরই গড়া রেকর্ড। আগামীতে টেস্টে যেমন ব্রাডম্যান, ওয়ানডেতে তেমনি শচীনের ধারেকাছে অন্য কোনো ব্যাটসম্যান থাকবেন না। ব্রাডম্যানের মতই শচীন যেন এক যুগোত্তীর্ণ খেলোয়াড়।

প্রচ্ছদের ছবি : **এএফপি**

নতুন ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com